بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

Sisters' Forum In Islam

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকার পরিকল্পনাঃ

৫ম হালাকাঃ

* মক্কা ও মদিনার বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ
* রিভিশন হজ্জ ও উমরাহর কাজের ধারাবাহিকতা ও দু'আসমূহ
* জিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

মক্কায় দর্শণীয় স্থান

কাবা'কে এখন যেখানে নিয়ে এসেছে সেখানে কে নিয়ে গেছে?

উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কাবা শরীফ এক জায়গায় ছিল না এবং তারপর স্থানান্তরিত হয়েছিল, বরং এটি এখন যেখানে রয়েছে সেখানে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি সেই সময় থেকে সরানো হয়নি। কাবা কে নির্মাণ করেছেন তা নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেন। বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা বা আদম (আঃ) বা ইবরাহীম (আঃ) – শেষোক্তটি সঠিক মত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে এই পরিষেবাটি গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (সূরা বাকারা ২:১২৭)

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়?তিনি বললেনঃ মসজিদুল হারাম।' আমি বললাম, 'তারপর কোনটা? তিনি বললেনঃ মসজিদুল আকসা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাদের মধ্যে কতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে?' তিনি বললেনঃ চল্লিশ বছর। তাই যেখানেই থাকুন যখন নামাজের সময় আসবেন, তখন নামাজ আদায় করবেন।" [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী, ৩১৮৬; মুসলিম, ৫২০ জন।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেনঃ পবিত্র কাবা হচ্ছে মুসলমানদের কিবলা যা তারা প্রত্যেক নামাজে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যে সম্মুখীন হয়, যেমন তিনি বলেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার (মুহাম্মদের) চেহারা আকাশের দিকে ঘুরে যেতে দেখেছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, সুতরাং তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমরা তোমাদের চেহারা ঐ দিকেই ফেরাও' (সূরা বাকারা ২:১৪৪)।

এটি সেই স্থান যেখানে তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যে হজ ও উমরার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে:"এবং প্রাচীন ঘর (মক্কার কা'বা) প্রদক্ষিণ কর।[সূরা হাজ্জ ২২:২৯]

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা ফরয করেছেন তার আনুগত্যে।

এটি ইবরাহীম আল-খলীল ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যেমনটি আল্লাহ আমাদের বলেছেন:

"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে এই পরিষেবাটি গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[সূরা বাকারা ২:১২৭]

তারপর থেকে বেশ কয়েকবার এটি সংস্কার করা হয়েছে।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন কাউদ।

ফাতাওয়া আল-লাজানাহ আল-দাইমাহ, ৬/৩১০ আর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

Sisters' Forum In Islam

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান:
যা বর্তমানে মক্কা লাইব্রেরি হিসেবে প্রসিদ্ধ। হাজী ও ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

জিন মসজিদ: মসজিদটিকে মক্কার প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়.মসজিদটি এমন জায়গায় নির্মিত হয়েছে যেখানে বলা হয় যে জিনদের একটি দল এক রাতে মুহাম্মদ সা. এর কুরআনের একটি অংশের তিলাওয়াত শোনার জন্য জড়ো হয়েছিল। পরে রাসূল সা. এই জিনের নেতাদের সাথে সেখানে দেখা করেন এবং পরে জিনদের দল ইসলাম গ্রহণ করেন।

জাবালে নূর ও হেরা গুহা: মক্কার অদূরে অবস্থিত এই পাহাড়ে নবীজী (সাঃ) প্রথম ওহী লাভ করেছিলেন

জাবালে রহমত বলে কোনো কোনো মানুষ বলে থাকে; বস্তুত তা **জাবালে আরাফা**: মসজিদে নামিরা থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে আরাফার ময়দানের পূর্ব দিকে রয়েছে 'জাবালে রহমত'। আরাফার ময়দানের এই পাহাড়ের পাদদেশে রাসূল সা সন্ধা পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

খাইফ মসজিদ: মিনায় অবস্থিত। জামারাত এর খুব কাছে অবস্থিত।

নামিরা মসজিদ: আরাফায় অবস্থিত। মসজিদের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থিত। বাকী অংশ আরাফায় অবস্থিত। রাসূল এখানে বিখ্যাত আরাফার ভাষণ দিয়েছিলেন। বর্তমানেও ইমামরা তাই এখানে খুৎবা দেন।

জাবালে সাওর: মসজিদে হারাম থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটা পাহাড়।এ পাহাড়ের গুহায় রাসূল সা মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন ও লুকিয়ে ছিলেন।

Sisters' Forum In Islam

জিন্ন মসজিদ:

মসজিদুল হারামের নিকটে অবস্থিত। মু'আল্লা কবরস্থানের পাশে অবস্থিত।

মু'আল্লা কবরস্থান:

মক্কার ঐতিহাসিক কবরস্থান। খাদিজার রা কবর আছে এখানে।

কিসওয়াহ ফ্যাক্টরী:

কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানা। পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

মক্কা ইসলামী যাদুঘর:

কাবার গিলাফ তৈরির কারখানার পাশে অবস্থিত। পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

বিল্লাল মসজিদ:

আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

আবু কুবাইস পাহাড়

নহরে যুবাইদা এটি একটি পানির নহর (ড্রেন)। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদা মক্কাবাসীদের পানির জন্য এ নহরটি তৈরি করেন। আরাফার জাবালে রহমতের পাদদেশে হয়ে ওয়াদী উরানা হয়ে মিনার নিচু এলাকা হয়ে নহরটি মক্কা মুকাররমায় এসেছিল। প্রায় ১২০০ বৎসর যাবত মক্কাবাসীরা এ নহরের পানি দ্বারা উপকৃত হন। এখনও এ নহরের দেয়ালের কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

Sisters' Forum In Islam

মদীনা ও মসজিদে নববী সম্পর্কিত তথ্য

মদীনা সফর করা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নববী দর্শন করা হজের কোনো অংশ নয় বা হজের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটি হজের কোনো রুকন, ওয়াজিব বা সুন্নাতও নয়। তবে কেউ ইচ্ছা করলে হজের আগে বা পরে মসজিদে নববীতে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন, সেখানে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুস্তাহাব কাজ।

মদীনায় যেতে হবে মসজিদে নববী দর্শন ও সালাত আদায় করার নিয়তে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন গন্তব্যে সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদে আকসা।"[সহিহ বুখারী (১১৮৯) ও সহিহ মুসলিম (১৩৯৭)]

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "সফর করার সবচেয়ে উত্তম গন্তব্য হচ্ছে- আমার এ মসজিদ ও বাইতুল আতিক (কাবা)"[মুসনাদে আহমাদ (৩/৩৫০), আলবানী তাঁর 'আল-সিলসিলাতুস সহিহা' গ্রন্থে (১৬৪৮) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: "মদিনা হচ্ছে- হারাম (পবিত্রস্থান)। যে ব্যক্তি মদিনাতে কোন অন্যায় করবে, কিংবা কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল আমল কবুল করবেন না।"[সহিহ বুখারী (১৮৬৭) ও সহিহ মুসলিম (১৩৭০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমার এ মসজিদে নামায আদায় করা অন্য মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব; তবে মসজিদে হারাম ছাড়া"[সহিহ বুখারী (১১৯০) ও সহিহ মুসলিম (১৩৯৪)]

তবে, নফল নামায ঘরে পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম; এমনকি সেটা বর্ধিত সওয়াবের চেয়েও উত্তম। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "ব্যক্তির সর্বোত্তম নামায হচ্ছে তার নিজ ঘরে নামায আদায় করা; শুধু ফরয নামায ছাড়া।"[সহিহ বুখারী (৭৩১)ও সহিহ মুসলিম (৭৮১)]

যে কেউ মদিনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে এমনভাবে গলে যাবে, যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।"[বুখারী (১৮৭৭)এবং মুসলিম (১৩৬৩)

* বাদশাহ ফাহাদ গেট মসজিদের অন্যতম প্রধান বড় প্রবেশ গেট (২১-ডি); এমন ৫ দরজা বিশিষ্ট ৭টি গেট আছে মসজিদে।
* মসজিদের ভেতরে প্রবেশের জন্য মসজিদে নববীতে ৩০টিরও বেশি গেট বা দরজা রয়েছে।
* মসজিদের ছাদে সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি পাঠাগার রয়েছে। এখানে বাংলা বই আছে পড়ার জন্য।
* রিয়াদুল জান্নাহ ব্যতীত মসজিদের ভেতরে সকল জায়গার কার্পেটের রঙ লাল। রিয়াদুল জান্নাহ এলাকার কার্পেট হালকা সবুজ।
* রিয়াদুল জান্নাহয় রয়েছে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহরাব, খুতবার মিম্বার ও মিনার।
* এই এলাকার বাইরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে তাহাজ্জুদের মেহরাব, আসহাবে সুফফা ও ফাতিমার দরজা।

মদীনা

বাকিউল গরকাদ কবরস্থান: সকালে ও বিকালে যিয়ারতের জন্য খোলা থাকে।

কুবা মসজিদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ হাতে স্থাপিত মসজিদ। বাসায় অযু করে এ মসজিদে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করলে ১টি উমরাহ সমান নেকি পাওয়া যায়।

উহুদ পাহাড়: দু'মাথা পাহাড়। ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুসহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। রাসূল সাল এর দাঁত ভেঙে যায়। **রুমাত পাহাড়** উহুদ পাহাড়ের উলটো দিকেই অবস্থিত ছোট একটি পাহাড়। এখানেই উহুদ যুদ্ধের সময় তিরন্দাজ বাহিনী অবস্থান করেছিলেন।

মসজিদে কিবলাতাইন: কিবলাতাইন মানে দু'টি কিবলা। সালাতরত অবস্থায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিবলা পরিবর্তন করে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ রোডে অবস্থিত।

জুমু'আ মসজিদ: মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০০ সাহাবী নিয়ে প্রথম জুমু'আর সালাত যে স্থানে পড়েছিলেন সেখানে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

গামামাহ মসজিদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ঈদের সালাত পড়তেন। একবার তিনি এখানে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার সালাত পড়েছিলেন এবং তখনই বৃষ্টি হয়েছিল। মসজিদে নববীর সাথেই এ মসজিদের অবস্থান।

বিলাল মসজিদ: কুরবান রোডে অবস্থিত। মসজিদে নববীর খুব কাছে অবস্থিত, খেজুর মার্কেট-এর পাশে। তবেই এটার সাথে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো সম্পর্ক নেই।

আবু বকর মসজিদ: এ স্থানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাড়ি ছিল, পরবর্তীতে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এটি মসজিদে নববী সংলগ্ন।

উসমান ইবন আফফান মসজিদ: কুরবান রোড এ অবস্থিত।

উমার ফারুক মসজিদ: গামামাহ মসজিদ এর খুব কাছে অবস্থিত। মসজিদে নববী সংলগ্ন।

আলী মসজিদ: গামামাহ মসজিদ এর খুব কাছে অবস্থিত। মসজিদে নববীর পশ্চিমে অবস্থিত।

ইমাম বুখারী মসজিদ: মসজিদে নববীর উত্তরে অবস্থিত।

সালমান ফারসির কথিত বাগান: মসজিদে নববীর দক্ষিণে অবস্থিত খেজুর বাগান।

ইজাবা মসজিদ: মসজিদে নববীর পূর্ব উত্তর কোণে অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় খেজুর মার্কেট: মসজিদে নববীর সন্নিকটস্থ বিলাল মসজিদ সংলগ্ন পাইকারী মার্কেট।

আল শাজারাহ মসজিদ: মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে, ১২ কি.মি. দূরত্বে। যুল হুলাইফাতে অবস্থিত মীকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা যাওয়ার পথে এ মসজিদে সালাত আদায় করতেন। এখানেই মাদীনাবাসীদের ইহরাম বাধতে হয়

সাব'আ মাসাজিদ : সাতটি মসজিদ বলা হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে ৬টি মসজিদ রয়েছে। (১) মসজিদুল 'ফাত্হ'। সম্মিলিত আরব শক্তির বিরুদ্ধে ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত 'আহযাব যুদ্ধে' অবিস্মরণীয় বিজয় লাভের স্মৃতি হিসাবে উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন (২) মসজিদে 'আবুবকর' (৩) মসজিদে 'ওমর' (৪) মসজিদে 'আলী' (৫) মসজিদে 'ফাতেমা' (৬) মসজিদে 'সালমান ফারেসী (রাঃ)'। কেউ কেউ মসজিদে ক্বিবলাতায়েন-কে উক্ত ৭ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই সকল মসজিদের পৃথক কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই।

Sisters' Forum In Islam

মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা এ দুই মসজিদ ছাড়া মদিনার আর কোন মসজিদ যিয়ারত করার বিধান নেই। কুরআন-হাদিসে ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে যদি কোন ভূখণ্ড যিয়ারত করার দলিল না থাকে তবে কোন যিয়ারতকারীর জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য নেকীর আশায় সে ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে সফর করা ও সেখানে গিয়ে ইবাদত করার কোন বিধান নেই; ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমার এ মসজিদে নামায আদায় করা অন্য মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব; তবে মসজিদে হারাম ছাড়া"[সহিহ বুখারী (১১৯০) ও সহিহ মুসলিম (১৩৯৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ও উমরার সওয়াব পাওয়ার নিমিত্তে। সাহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি (তার ঘর থেকে) বের হয়ে এই মসজিদে আসবে অর্থাৎ মসজিদে কুবাতে এবং নামায আদায় করবে সে ব্যক্তি উমরার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে" [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪৮৭) ও সুনানে নাসাঈ (৬৯৯), আলবানি তাঁর 'সহিহ তারগীব' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন (১১৮০, ১১৮১)]

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এসেছে- "যে ব্যক্তি তাঁর ঘর থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে অতঃপর মসজিদে কুবাতে এসে নামায আদায় করবে সে উমরার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।"[সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪১২)]

সহিহ বুখারী (১১৯১) ও সহিহ মুসলিমে (১৩৯৯) এসেছে- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শনিবার পায়ে হেঁটে কিংবা সওয়ারী হয়ে মসজিদে কুবাতে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।"

রাওদাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাহ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝের স্থানটুকু- রাওদাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাহ (জান্নাতের এক টুকরা বাগান) এবং আমার হাউজ আমার মিম্বরের উপর রয়েছে।"[সহিহ বুখারী (১১৯৬) ও সহিহ মুসলিম (১৩৯১)]

ইয়াজিদ ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি সালামা বিন আকওয়া এর সাথে আসতাম এবং মুসহাফের নিকটবর্তী পিলারের কাছে নামায পড়তাম। অর্থাৎ রিয়াদুল জান্নাতে। আমি বললাম: হে আবু মুসলিম, আপনাকে দেখি এ পিলারের কাছে নামায পড়তে বেশি আগ্রহী? তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পিলারের কাছে নামায পড়তে আগ্রহী দেখেছি।[সহিহ বুখারী (৫০২) ও সহিহ মুসলিম (৫০৯)]

রওজা অর্থ কবর নয়। বরং আমরা যাকে রিয়াদুল জান্নাত বা জান্নাতের বাগান বলি, সেই অংশটিকে রওজা বা রাওদাহ বলা হয়। রিয়াদ শব্দটির একবচন হল রাওদাহ, যার অর্থ বাগান। রাসূল ﷺবলেছেন, উনার ঘরের ও মিম্বারের মধ্যখানের স্থানটি জান্নাতের বাগানগুলোর একটি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার একদল ফিরিশতা রয়েছে যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোনো উম্মত আমার প্রতি সালাম জানায় ঐ ফিরিশতারা তা আমার কাছে তখন পৌঁছিয়ে দেয়"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, "যে কেউই আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার রুহকে ফেরত দেন, অতঃপর আমি তার সালামের জবাব দেই"।নাসাঈঃ১২৮২

<u>দুইটি মহান উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারতের বিধান দেয়া হয়েছে:</u>

এক. যিয়ারতকারী নিজে উপদেশ গ্রহণ করা।

দুই. যার কবর যিয়ারত করা হচ্ছে তার জন্য দোয়া করা, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

কবর যিয়ারত করার শর্ত হচ্ছে বাতিল কোন কথা না বলা। এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে- শিরকি ও কুফরি করা। বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে, এখন যারা যিয়ারত করতে চায় তারা যিয়ারত করতে পার। কিন্তু, কোন বাতিল কথা বলবে না।"[সুনানে নাসাঈ (২০৩৩), আলবানী 'সিলসিলা সহিহা' গ্রন্থে (৮৮৬) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম মুসলিমও (৯৭৭) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; তবে, 'বাতিল কথা বলবে না' এ অংশটি ছাড়া।

কবর যিয়ারত করার পদ্ধতি হচ্ছে- যিয়ারতকারী কবরের সামনে এসে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলবেন: "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"। এরপর একহাত সমান ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবরে সালাম দিবেন। বলবেন: "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর"। আরও একহাত ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবরে সালাম দিবেন। বলবেন: "আসসালামু আলাইকা ইয়া উমর"।

Sisters' Forum In Islam

রাওদাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাহ

মাঝখানের তীর চিহ্ন দেয়া আছে এই জায়গাটিতে রাসূল সা ও দুজন সাহাবী রা এর কবর

সবুজ তীর চিহ্ন রাসূল সা এর কবর, নীল তীর চিহ্ন আবু বকর রা ও হলুদ তীর চিহ্ন উমর রা কবর।

Sisters' Forum In Islam

রিয়াদুল জান্নাত

যে ব্যক্তি মসজিদে নববী যিয়ারত করবেন তার জন্য রিয়াযুল/রিয়াদুল জান্নাতে দুই রাকাত নামায আদায় করা কিংবা যত রাকাত তিনি পারেন নামায পড়া বিধানসম্মত। যেহেতু এর ফযিলত সাব্যস্ত। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝের স্থানটুকু- রাওদাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাহ (জান্নাতের এক টুকরা বাগান) এবং আমার হাউজ আমার মিম্বরের উপর রয়েছে।"[সহিহ বুখারী (১১৯৬) ও সহিহ মুসলিম (১৩৯১)]

ইয়াজিদ ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি সালামা বিন আকওয়া এর সাথে আসতাম এবং মুসহাফের নিকটবর্তী পিলারের কাছে নামায পড়তাম। অর্থাৎ রিয়াদুল জান্নাতে। আমি বললাম: হে আবু মুসলিম, আপনাকে দেখি এ পিলারের কাছে নামায পড়তে বেশি আগ্রহী? তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পিলারের কাছে নামায পড়তে আগ্রহী দেখেছি।[সহিহ বুখারী (৫০২) ও সহিহ মুসলিম (৫০৯)]

তবে, রিয়াদুল জান্নাতে নামায পড়ার আগ্রহ যেন অন্য মানুষকে কষ্ট দেয়া, দুর্বলকে ধাক্কা দেয়া কিংবা মানুষের ঘাড় টপকে যাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে না ঠেকে।

আকীক উপত্যকা

আল-আকীক'' শব্দের অর্থ একটি উপত্যকা, যা এক প্রাচীন নদীপথের অবশিষ্টাংশ।সূত্র: সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়

মদিনায় আছে আকীক উপত্যকা। এটি বরকতময় উপত্যকা। বুখারী (১৫৩৪) সংকলন করেছেন যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীক উপত্যকায় বলতে শুনেছি: ''আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে একজন আগন্তুক এসে বললেন: আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন: (আমার এ ইহ্‌রাম) হজ্জের সাথে 'উমরাহ'রও।''

আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমর (রাঃ) সূত্রে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্নিতঃ

যুল-হুলায়ফাহ ('আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। [রাবি মূসা ইব্‌নু 'উকবা (রহঃ) বলেন] সালিম (রহ।) আমাদেরকে সাথে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসবার স্থানটির খোঁজ করেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমর (রাঃ) উট বসিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাত যাপনের স্থানটি খোঁজ করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মাসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। (১৭৮৯, ১৮৪৭, ৪৩২৯, ৪৯৮৫, মুসলিম ১৫/৭৭, হাঃ ১৩৪৬) (আঃপ্রঃ ১৪৩৫, ইঃফাঃ ১৪৪১)

ভৌগোলিক অবস্থান: এটি মদিনার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এর দক্ষিণে 'যুলহুলাইফা' বা এখন (' أَبْيَارِ عَلِيٍّ আবইয়ারে আলী' নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে ১৩ কিলোমিটার এবং মক্কা শহর থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অবস্থিত, যা মদিনাবাসীদের মিকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান ।মদিনায় হিজরতের সময় রাসূল (সা.) ও সাহাবীগণ এই পথে এসেছিলেন। এটি মদিনার একটি প্রাচীন এবং প্রধান উপত্যকা হিসেবে পরিচিত

হজ্জ ও উমরার আহকাম ও কার্যাবলী

	ফরয সমূহ	ওয়াজীব সমূহ	হজ্জের সুন্নাত সমূহ
উমরাহ	১। ইহরাম করা। ২। কাবাঘর তাওয়াফ করা। ৩। সাঈ করা	১। মীকাত পার হওয়ার আগেই ইহরাম করা। ২। চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ কাটা।	১। ইহরামের পূর্বে গোসল করা ২। পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা ৩। তালবিয়্যা পাঠ করা ৪। ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা ৫। ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করার পর দু'আ করা ৬। ইফরাদ হাজীদের তাওয়াফে কুদূম করা। ৭। তাওয়াফে কুদূমে ইযতেবা ও রমল করা ৮। সাফা-মারওয়ার সাঈর সময় সবুজ চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের দৌড়ানো ৯। তাওয়াফ শেষ দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত সমূহের কোন একটি ছুটে গেলে দম বা কাফফারা দিতে হবে না।
হজ্জ্ব	১। ইহরাম করা ২। আরাফাতে অবস্থান (৯ই যিলহজ্জ) ৩। তাওয়াফ করা (তাওয়াফে যিয়ারাহ/ ইফাদাহ) ৪। সাফা-মারওয়া সা'ঈ করা; হজের ফরয সা'ঈ করা।	১। ইহরাম করতে হবে মীকাত পার হয়ার আগেই। ২। আরাফাতে অবস্থান সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়ীত করা। ৩। মুযদালিফায় অবস্থান করা। ৪। মীনায় রাত্রি যাপন। ৫। জামরা সমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ৬। হাদী (পশু) কুরবানী করা। ৭। চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ কাটা। ৮। বিদায়ী তাওয়াফ। (হায়েয বা নেফাস শুরু হয়ে গেলে নারীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে-বুখারী) **Sisters'Forum In Islam.com**	

Umrah-Hajj Flow Chart

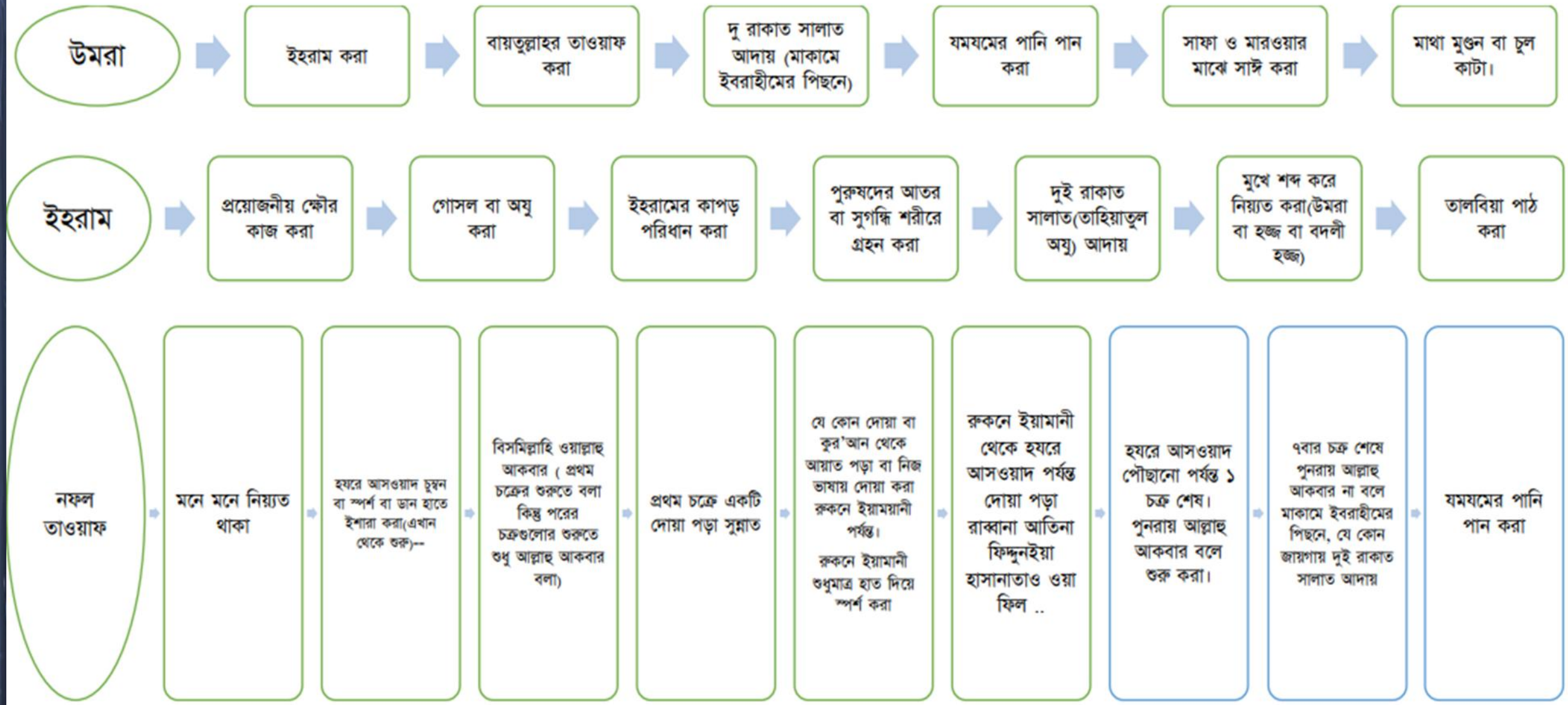

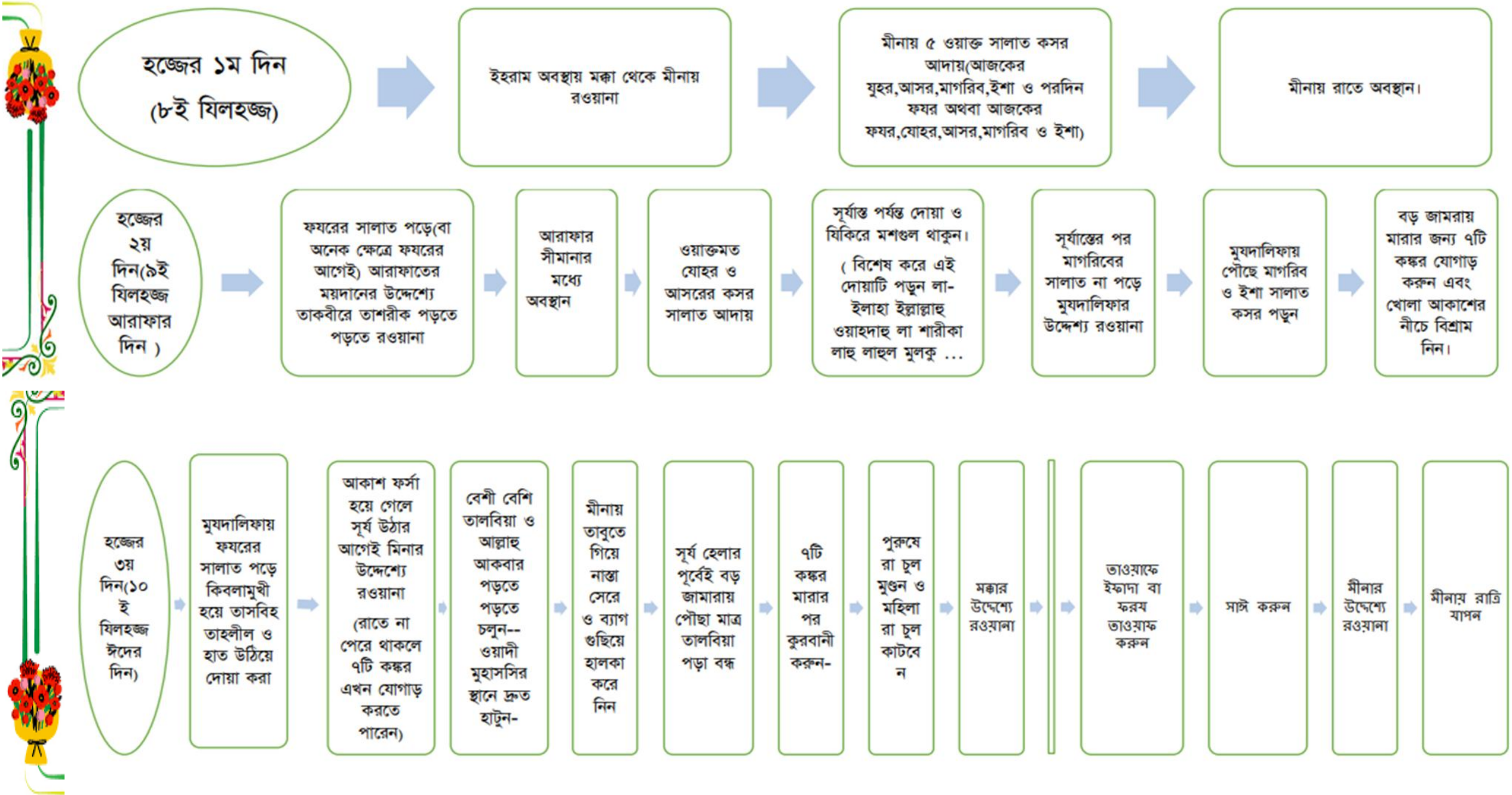

হজ্জের ১ম দিন (৮ই যিলহজ্জ)

→ ইহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মীনায় রওয়ানা

→ মীনায় ৫ ওয়াক্ত সালাত কসর আদায়(আজকের যুহর,আসর,মাগরিব,ইশা ও পরদিন ফযর অথবা আজকের ফযর,যোহর,আসর,মাগরিব ও ইশা)

→ মীনায় রাতে অবস্থান।

হজ্জের ২য় দিন(৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন)

→ ফযরের সালাত পড়ে(বা অনেক ক্ষেত্রে ফযরের আগেই) আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্যে তাকবীরে তাশরীক পড়তে পড়তে রওয়ানা

→ আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান

→ ওয়াক্তমত যোহর ও আসরের কসর সালাত আদায়

→ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া ও যিকিরে মশগুল থাকুন। (বিশেষ করে এই দোয়াটি পড়ুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ...

→ সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্য রওয়ানা

→ মুযদালিফায় পৌছে মাগরিব ও ইশা সালাত কসর পড়ুন

→ বড় জামরায় মারার জন্য ৭টি কঙ্কর যোগাড় করুন এবং খোলা আকাশের নীচে বিশ্রাম নিন।

হজ্জের ৩য় দিন(১০ই যিলহজ্জ ঈদের দিন)

→ মুযদালিফায় ফযরের সালাত পড়ে কিবলামুখী হয়ে তাসবিহ তাহলীল ও হাত উঠিয়ে দোয়া করা

→ আকাশ ফর্সা হয়ে গেলে সূর্য উঠার আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা (রাতে না পেরে থাকলে ৭টি কঙ্কর এখন যোগাড় করতে পারেন)

→ বেশী বেশি তালবিয়া ও আল্লাহু আকবার পড়তে পড়তে চলুন-- ওয়াদী মুহাসসির স্থানে দ্রুত হাটুন-

→ মীনায় তাবুতে গিয়ে নাস্তা সেরে ও ব্যাগ গুছিয়ে হালকা করে নিন

→ সূর্য হেলার পূর্বেই বড় জামারায় পৌছা মাত্র তালবিয়া পড়া বন্ধ

→ ৭টি কঙ্কর মারার পর কুরবানী করুন-

→ পুরুষেরা চুল মুণ্ডন ও মহিলারা চুল কাটবেন

→ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

→ তাওয়াফে ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ করুন

→ সাঈ করুন

→ মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

→ মীনায় রাত্রি যাপন

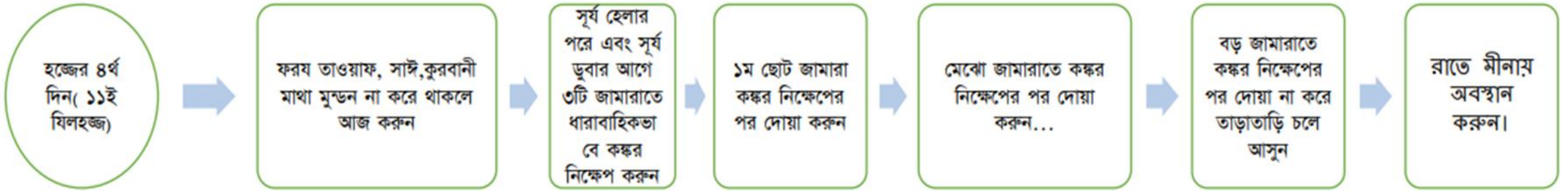

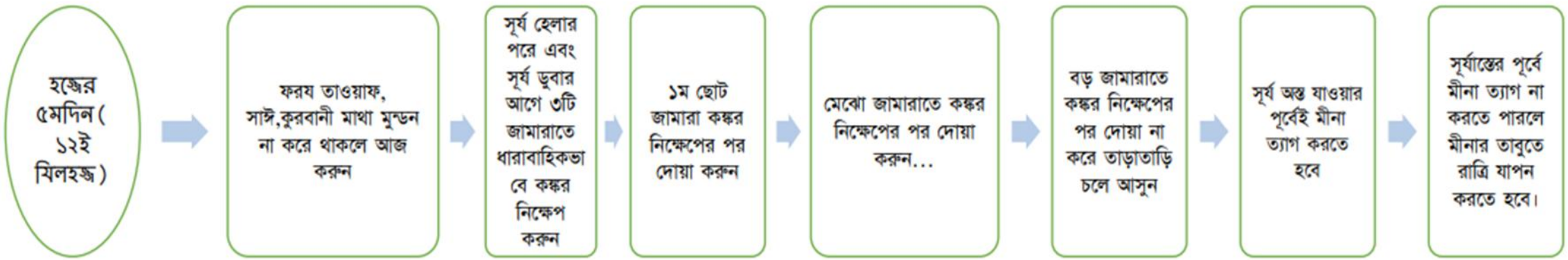

হজ্জের ৪র্থ দিন(১১ই যিলহজ্জ)
ফরয তাওয়াফ, সাঈ,কুরবানী মাথা মুন্ডন না করে থাকলে আজ করুন
সূর্য হেলার পরে এবং সূর্য ডুবার আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন
১ম ছোট জামারা কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন
মেঝো জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন…
বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন
রাতে মীনায় অবস্থান করুন।
হজ্জের ৫মদিন (১২ই যিলহজ্জ)
ফরয তাওয়াফ, সাঈ,কুরবানী মাথা মুন্ডন না করে থাকলে আজ করুন
সূর্য হেলার পরে এবং সূর্য ডুবার আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন
১ম ছোট জামারা কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন
মেঝো জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন…
বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন
সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই মীনা ত্যাগ করতে হবে
সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করতে পারলে মীনার তাবুতে রাত্রি যাপন করতে হবে।
হজ্জের ৬ষ্ঠ দিন (১৩ইযিলহজ্জ)
গতদিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ যারা করতে পারেন নি তারা আজ ৩টি জামারায় ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই মীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আস
আসরের সালাত পড়ে তাকবির তাশরীক পড়ুন, এরপর আর পড়তে হবে না।

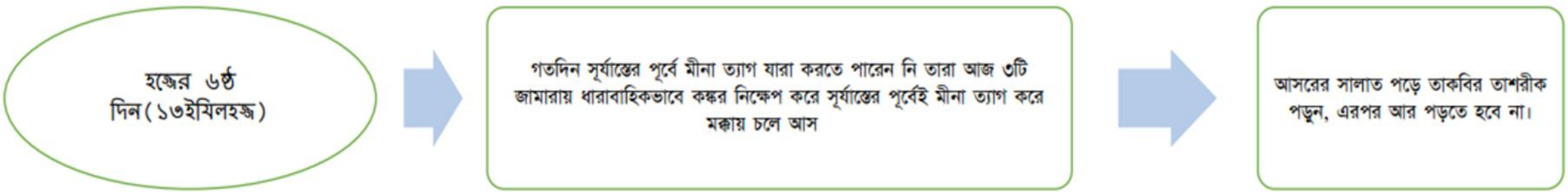

হজ্জযাত্রা: কী করবেন, কীভাবে করবেন

একনজরে হজ্জের কার্যক্রম

সূত্র: হজ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব

১. ইহরাম বাঁধা ২. ৭-৮ জিলহজ মিনায় অবস্থান ৩. ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফাতে অবস্থান এবং সূর্যাস্তের পরে মুজদালিফায় যাওয়া ৪. ৯ জিলহজ মুজদালিফায় রাতযাপন ৫. ১০ জিলহজ মিনায় বড় জামারাকে (শয়তান) কঙ্কর মারা, কোরবানি করা, মাথার চুল ফেলে দেওয়া ৬. ১২ জিলহজের মধ্যে তাওয়াফ জিয়ারত, সাঈ করা ৭. ১১, ১২ জিলহজ মিনায় জামারাকে (শয়তান) কঙ্কর মারা ৮. বিদায়ী তাওয়াফ

Sisters' Forum In Islam

কাপড় পরিধানের সময় দু’আ (ইহরামের কাপড় পরিধানের সময়ও)

« الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ...».

)আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যা (আসসাওবা) ওয়া রযাকানীহি মিন্ গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন)।

“সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য; যিনি আমাকে এ (কাপড়)টি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন” আবূ দাউদঃ ৪০২৩; তিরমিযীঃ ৩৪৫৮

কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবেনঃ

«).«بِسْمِ اللَّهِবিসমিল্লাহ)

“আল্লাহ্র নামে (খুলে রাখলাম)”। তিরমিযী ২/৫০৫, নং ৬০৬,

উমরাহ্র নিয়্যতঃ

ফরয সলাতের সময় হলে (মীক্বাতে) ফরয সলাত আদায় করে অথবা ফরয সলাতের সময় না হয় তাহলে তাহইয়্যাতুল উযূর নিয়্যাতে দু’রাক‘আত সলাত আদায় করে ইহরাম (উমরায় প্রবেশের অন্তরে নিয়্যাত) করবেন এবং বলবেন:] لَبَّيْكَ عُمْرَةً লাব্বাইকা উমরাতান]

(হে আল্লাহ !) আমি হাজির হয়েছি উমরার উদ্দেশ্যে।

অতঃপর অধিক পরিমানে তালবিয়া পাঠ করবেন।

তালবিয়াঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি’মাতা লাকা ওয়াল্মুলক, লা শারীকা লাকা) তোমার নিকট আমি হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি হাজির হয়েছি, আমি হাজির হয়েছি, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি হাজির হয়েছি, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামাত এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন অংশীদার নেই। সহীহ বুখারী ১৫৪৯, মুসলিম ১১৮৪

Sisters' Forum In Islam

মাসজিদ হারামে পৌঁছে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং এ দু‘আ পাঠ করবেন:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

]বিসমিল্লাহি, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল ক্বাদীম মিনাশশাইত্ব-নির রাজীম]

আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, সলাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার রাহমাতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত চেহারার মাধ্যমে এবং তাঁর প্রাচীন (স্থায়ী) রাজত্বের মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করছি।আবূ দাউদ ৪৬৬ ও ইবনু মাজাহ ৭৭১, হাদীসটি সহীহ

কাবা গৃহ দেখে দু’আঃ

কাবা শরীফ দেখার সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দু‘আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই। তবে হযরত উমর রা. যখন বাইতুল্লাহর দিকে তাকাতেন তখন নীচের দু‘আটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

)আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিন্কাস সালাম ফাহায়্যিনা রব্বানা বিস সালাম।)

‘হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), সালাম (শান্তি) আপনার কাছ থেকেই আসে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সালাম (শান্তি)-এর মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানান।’

(বাইহাকী, সুনানে কুবরা : ৫/৭৩; আলবানী, মানাসিকুল হজ্জি ওয়াল উমরা, হাসান)

Sisters' Forum In Islam

তাওয়াফ শুরুর সময়ঃ

হযরে আসওয়াদ চুম্বন করে বা কষ্টকর হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন অথবা স্পর্শ করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাত উঁচু করে, ‘ بِسْمِ اللَّهِ اَللهُ أَكْبَر বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’বলে ইশারা করবেন, এইক্ষেত্রে চুম্বন করতে হবে না,

পরের চক্করের শুরুতে শুধু أَكْبَر اللهُবলা। তাওয়াফে কোন দু’আ নির্দিষ্ট করা নাই।

৭ চক্র শেষ হলে পুনরায় আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দেওয়া ঠিক নয়। হাত উঠিয়ে ইশারাও নেই।

রুকনে ইয়ামানীঃ

রুকনে ইয়ামানি বরাবর পৌছালে খুব ভিড় না থাকলে এই কোনকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা, (এইখানে হাতে চুম্বন করবেন না) অথবা স্পর্শ করতে না পারলে, ইশারা করা লাগবে না, তাকবীরও বলা লাগবে না।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পৌছা পর্যন্ত দু’আ পড়তে হবে:

«رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّ

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার(আরবী উচচারন দেখে বলুন।)

“হে আমাদের রব ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন’। সূরা আল-বাক্বারা : ২০১

মাকামে ইবরাহীমঃ

সহজে সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুরাকা’আত সালাত আদায় করা অথবা ভীড় / ধাক্কা এড়ানোর জন্য হারাম শরীফের যে কোন স্থানে নামাজ পড়ুন। প্রথম রাকা’আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফিরুন এবং ২য় রাকা’য়াতে ফাতিহা ও সূরা এখলাস পড়া সুন্নাত।

যমযমের পানিঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দু’আ পড়তেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

আল্লাাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান না ফি‘আ, ওয়া রিযক্বন ওয়া সি‘আ, ওয়া শিফা আম মিন কুল্লি দা ইন।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং হালাল প্রশস্ত রিজিক এবং সর্বপ্রকার রোগের শিফা কামনা করছি’। দারা কুতনী

সাঈ করার সময় প্রয়োজনীয় দু’আ সমূহ

সাঈ/ মারওয়া পাহাড়ের কাছে যেয়ে পাহাড়ে উঠার সময় নিচের আয়াতটি প্রথমচক্রের শুরুতে পড়া, প্রতি চক্রের শুরুতে বার বার পড়ার প্রয়োজন নেই,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ[

ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিং শাআয়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আয়ি’তামারা ফালা ঝুনাহা আলাইহি আঁইয়্যাতত্বাওয়াফা বিহিমা ওয়া মাং তাত্বাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকেরুন আলিম।’ (সুরা বাকারা: ১৫৮)

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে কেউ কা’বা গৃহের হজ্জ কিংবা ’উমরা সম্পন্ন করে এ দুইটির মধ্যে সা’ঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্ত সৎকার্য করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আল বাকারা: ১৫৮

যতটুকু সম্ভব পাহাড়ে উঠে কাবাকে নজরে রেখে কিবলামুখী হয়ে নিচের যিকির করা সুন্নাত।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَه

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه

أَنْجَزَ وَعْدَه

وَنَصَرَ عَبْدَه

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মূলকু লাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়া য়ুমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লী শাইয়ীন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবূদ নেই এবং আল্লাহ মহান আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবূদ নেই,তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই-আসমান ও যমীনে সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁরই যিনি মহান স্রষ্টা! সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য,তিনিই জীবিত করেন,তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন।সর্বস্থানে তাঁরই অপ্রতিহত ক্ষমতা-তিনিই কেবল উপাসনার যোগ্য,তিনি ছাড়া কেউ নেই,যত প্রতিজ্ঞা তিনিই পূর্ণ করেছেন,স্বীয় বান্দাকে তিনি মদদ করেছেন এবং একাই শত্রুদলকে ধ্বংস করেছেন। আবূ দাউদ : ১৯০৫,সহীহ মুসলিমঃ ২/২২২ এর পর কিছুক্ষন দুহাত উঠিয়ে কিবলামুখী হয়েই দু’আ ও প্রার্থনা করা।

সবুজ চিহ্নিত দুই দাগের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার জন্য দু’আটি হল :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

রাব্বিগফির,ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ’আযযুল আকরাম

হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন, আপনিতো পরাক্রমশালী মহিমাময়।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু’আ

সাঈ শেষ করে মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হউন এবং নিম্নোক্ত দু‘আ পাঠ করুন:

اَللهم إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক। ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। অথবা

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسُوْلِ الله اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»»

‘আল্লাহর নামে (বেরিয়ে যাচ্ছি)। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।’ সহিহ মুসলিম

হজ্জের নিয়্যত

(মক্কায় যে যেখানে অবস্থান করেন সেই হোটেলের রুম বা ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধবেন ও নিয়্যত করবেন)

তামাত্তু হজ্জের ক্ষেত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা হাজ্জা অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জা

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا শেষ হলে তালবিয়াহ পড়তে থাকবেন। অথবা বলবেন لَبَّيْكَ حَجًّا

কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে উমরা ও হজ্জের কথা একত্রে বলতে হয়-

-‘ أَللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা ‘ওমরাতান ওয়া হাজ্জান অথবা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জা

ইফরাদ হজ্জ হলে বলতে হয়- لَبَّيْكَ حَجًّا লাব্বাইকা হাজ্জা

বদলি উমরা হলে - লাব্বাইকা উমরা আন(ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন

বদলি হজ্জ হলে - লাব্বাইকা হাজ্জান আন (ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন।

‘ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ লাব্বাইকা ‘আন ফুলান’ (অমুকের পক্ষ হ’তে আমি হাযির)।

Sisters' Forum In Islam

Sisters' Forum In Islam

আরাফার দিনের দু’আঃ

বেশী বেশী পড়া উত্তম :

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিরমিযী ৩৫৮৫, হাদীসটি হাসান।

এছাড়া নিজের মত করে কুর’আন সুন্নাহ থেকে দু’আ অথবা নিজ মাতৃভাষায় আকুলভাবে হাত তুলে আল্লাহর কাছে চাওয়া।

১০ই যিলহজ্জ জামরাতুল উকবার (বড় জামরায়) কাছে গিয়ে তালবিয়া (লাব্বাইক) বন্ধ করে দিয়ে হাত তুলে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে প্রত্যকটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন লক্ষ্যস্থলে।

এরপর থেকে ঈদের তাকবীর পাঠ করবেন হাজীগন। এই তাকবীর প্রতি ফরয সালাতের পর পড়বেন এবং ১৩ই যিলহজ্জ আসরের সালাতের পর পড়া পর্যন্ত।

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহীল হামদ।

(অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

১০ই যিলহজ্জঃ জামরাতুল আকাবার (বড় জামরায়) কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময় হল সূর্যোদয় থেকে শুরু করে দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। সন্ধ্যা পর্যন্ত মারাও জায়েয আছে।

১১,১২,১৩ ই যিলহজ্জঃ মীনায় তিনদিন তিনরাত অবস্থান করে প্রতিদিনই সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই কঙ্কর মারবেন। এইক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে কঙ্কর মারার তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব।

জামরা উলা (প্রথম বা ছোট)-মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে’ পাথর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে দু’আ করা।

জামরা উসতা(২য় বা মেঝো)- পাথর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে দু’আ করা।

জামরা আকাবা(৩য় বা বড়)- এখানে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দাঁড়াবে না এবং দু’আও পাঠ করবে না।

Sisters' Forum In Islam

জানাযার সালাতের নিয়ম ও দু’আঃ

পুরুষ ও নারী সকলেই জানাযার সালাত আদায় করবেন।

১। মনে মনে জানাযার নামাযের নিয়ত (দৃঢ়সংকল্প) করবেন।

২। ইমামের পরপরই প্রথম তাকবীর) الله اكبر দু’হাত কাঁধের সমান উঠিয়ে)দিয়ে বুকের উপর হাত রেখে ‘আউজুবিল্লাহ্’ ও ‘বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা ও ছোট একটি সূরা পড়বে কিংবা কিছু আয়াত পড়বে।

৩। ইমামের পরপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়বেন।

৪। ইমামের পরপর তৃতীয় তাকবীর দিবেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য দু’আ করবেন ঐকান্তিকতা ও ইখলাসের সাথে।

৫। ইমামের তাকবীরের পরপরই চতুর্থ তাকবীর দিবেন এবং কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করবেন।

৬। ইমামের পর ডান দিকে এক সালাম ফিরাবেন এই বলে,

‘ السلام عليكم ورحمة الله আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ’ আপনাদের উপর আল্লাহর সালাম ও তাঁর রহমত নাযিল হোক”।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত মৃত ব্যক্তির জন্য দু’আ নিম্নে দেওয়া হলো:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

)আল্লা-হুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা’আহয়িহি ‘আলাল-ইসলাম। ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু ‘আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদ্বিল্লানা বা‘দাহু)।

“হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে যাদের আপনি জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করবেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার (মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণের) সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।” আবূ দাঊদঃ ৩২০১; তিরমিযীঃ ১০২৪;

Sisters' Forum In Islam

কবর যিয়ারতের পদ্ধতিঃ

আদব, বিনয়-নম্রতা ও নিচু স্বরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে তাঁকে সালাম দিন :

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অথবা এতদসঙ্গে এভাবেও বলতে পারেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

একটু ডানে অগ্রসর হলেই আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর কবর।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْر

আর একটু ডানদিকে এগিয়ে উমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর কবর।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

এছাড়া কবরবাসীদের জন্য যেভাবে দু'আ করা যায়ঃ

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية

১। আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়ালাকুমুল আ-ফিয়াহ। অর্থঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আমরাও আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম ২/৬৭১)

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنِينَ وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ

২। আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মু'মিনীন, ওয়া ইন্না ইন শাআল্লাহু বিকুম লা-হিকুন।

অর্থঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক হে মুমিন কবরবাসী দল। আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদেরই সাথে মিলিত হব। (মুসলিম ২৪৯, মালেক ১/৪৯-৫০, নাসাঈ ১৫০, ইবনে মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ২/৩০০, ৪০৮ প্রমুখ।

Sisters' Forum In Islam

ঘরে প্রবেশের বা ফেরার দু’আঃ

«بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»

)বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়াবিস্‌মিল্লাহি খারাজনা, ওয়া ‘আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা)

“আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করলাম”। অতঃপর ঘরের লোকজনকে সালাম দিবে।আবূ দাউদ ৪/৩২৫, ৫০৯৬।

হজ্জের সময় দু’আ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহ

১। তাওয়াফের মাঝে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে নির্দিষ্ট দুআ ও তাওয়াফের মাঝে নিজ ইচ্ছেমতো স্বাধীন দু’আ করা।

২। যমযমের পানি পানের সময় দু’আ

৩। মুলতাযামঃ হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে। সাহাবীগণের কেউ কেউ এবং সালাফের কোনো কোনো আলেম মক্কায় এসে মুলতাযামে গিয়ে দু’হাতের তালু, দু’হাত, চেহারা ও বক্ষ তার উপর রেখে দুআ ও কান্নাকাটি করতেন।

৪। সাঈর সময় শুরুতেই উভয় পাহাড়ই (সাফা ও মারওয়া) দু’আ করা ও দু’আ কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান, নিজ ইচ্ছেমতো স্বাধীন দু’আ করা।

৫। আরাফার ময়দানে অবস্থানে নির্দিষ্ট যিকর করার সাথে নিজ ইচ্ছেমতো স্বাধীন দু’আ করা।

৬। জামরায়(১ম ও ২য়) পাথর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে ইচ্ছেমতো দু’আ করা।

৭। মুযদালিফায় ফযর সালাতের পর কিবলামুখী হয়ে দু’আ পাঠ করা।

Sisters' Forum In Islam

جَزَاكُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا
Sisters' Forum In Islam